শ্রীনির্মলচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়

উত্তরায়ণ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার এই কাব্যগ্রন্থখানি পড়ে অপ্রত্যাশিত আনন্দ অনুভব করলুম। এর ভাষা এবং এর ভাব মনে করিয়ে দেয় আমাদের কালের সেই সত্যযুগকে যে যুগে কাব্যভারতীকে ব্যঙ্গ করবার মতন স্পর্ধা কোথাও ছিল না, যে কালে আনন্দভোজের সঙ্গে কাঁকর মিশিয়ে দেওয়াই বাস্তবতার লক্ষণ বলে গণ্য হয়নি। ইতি ১৫.৫.১৯৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশগঙ্গায় নির্বাচিত কবিতাগুলির রচনা অনুমান ১৩৩৭ থেকে ১৩৪৭ সালের মধ্যে। বইটির সজ্জা বিষয়ে শিল্পাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দলাল বসু ও শিল্পীবন্ধু শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য চিরকৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীকানাই সামন্তের অক্লান্ত পরিশ্রমস্বীকার গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব করেছে।

শান্তিনিকেতন
চৈত্র সংক্রান্তি : ১৩৪৭

আকাশগঙ্গা

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু

একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর হতে
মহাকাল-যাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়॥

—রবীন্দ্রনাথ, প্রান্তিক

আত্মার অনন্ত সেই যাত্রাপথে, হে মহাএকাকী,
চিরযাত্রী তুমি নিশিদিন,—তুমি পান্থ ক্লান্তিহীন
অমর্ত্য সৌন্দর্যলোকে চিরসুন্দরের; চলিয়াছ
বিচিত্ররূপিণী যেথা হৃদয়দিগন্তরালে বসি'
নিভৃতে ডাকেন নিত্য মৌনভাষে কৌতুকইঙ্গিতে
জীবননিশীথে নভে সপ্তর্ষিসভার যে-আহ্বান
সুগম্ভীর, দীর্ঘ সে-পথের পান্থ চিরসঙ্গীহারা।
জীবনের প্রান্তলগ্নে প্রদোষচ্ছায়ান্ধকার হ'তে

মুক্তবন্ধ পথিকের কণ্ঠে এ কী নিরাসক্ত বাণী ।
সুনির্দয় এ সত্যেরে প্রাণপণ ভোলার আগ্রহে
মৌন ম্লান বক্ষে জাগে দীর্ঘশ্বাসব্যথিত কম্পন,
অলক্ষিত অশ্রুবাষ্পে ছুনয়ন ওঠে আজি ভরি ।

এ মরজগতে তবু যে-কদিন ধুলার ধরায়
জীবনের পান্থশালে পেতেছ আসনখানি তব
আমরা তোমারে ঘেরি সুত্বুর্লভ স্নেহসঙ্গটুকু
লুণ্ঠন করেছি নিত্য লুব্ধচিত্তে তৃষার্তের মতো ।
ধরণীর অবিরাম আতিথ্যের সর্ব আয়োজনে—
পত্রে পুষ্পে তৃণদলে বিচিত্র সৌরভে বর্ণে গানে,
প্রভাতের স্নিগ্ধ লগ্নে আলোকের প্রথম স্পর্শনে,
সন্ধ্যার প্রশান্তি-মাঝে সেই হ'তে রেখেছি মিশায়ে
সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের আনন্দউদ্বেল ভালবাসা,
নয়নের অশ্রুহাসি । বসুধার সুধাপাত্র ভরি'
আকণ্ঠ করেছ পান যে-অমৃত স্বপ্নে জাগরণে
প্রতিদিন প্রহরে প্রহরে, প্রেমের দ্রাবকে গালি'
মনের মুকুতাটিরে তারি মাঝে করেছি অর্পণ
একান্ত গোপনে । সাথীহারা, হে পান্থ একাকী,
পৃথিবীর ক্লান্ত পথে শ্রান্ত যত পথিকের পায়ে
তোমার চরণছন্দ বাজে আজি নবীন উৎসাহে
দৃঢ় পদক্ষেপে । আমরা লয়েছি সবে সঙ্গ তব
অখণ্ড যাত্রার, ইহজীবনের খণ্ডিত সীমায়
অনন্ত-বিস্ময়মূর্ত মুহূর্তের মহাসন্ধিক্ষণে ।

তপের কঠোর লগ্নে অন্তরের হোমাগ্নিআলোকে
দীপ্ত তব জীবনের সুনিভৃত নিরালা প্রাঙ্গণে
আমরা প্রবেশধন্য শিষ্যদল গুরুর কৃপায়।
বসেছি সন্ধ্যায় প্রাতে পদপ্রান্তে নিস্তব্ধ শ্রদ্ধায়
তপোবনতরুচ্ছায়ে, কভু মুক্ত আকাশের তলে,—
লভিয়াছি দিব্যসঙ্গ ধরিত্রীর এ অন্ধ কারায়।

হে চিরনিঃসঙ্গ কবি, হে একাকী, তব সঙ্গ স্মরি'
নিত্য নব আকাঙ্ক্ষায় আজো চিরকৃপণের মতো
জাগি নিষ্পলক নেত্রে। সীমাঘেরা খণ্ডিত প্রাণের
ব্যাকুল বন্ধনে বাঁধি স্মরণের যা কিছু মধুর,
মর্ত্যের মোহিনী মায়া। পশ্চাতের মোহে পলে পলে
সম্মুখপথের পান্থে দূর হতে যেন বহুদূরে
হারায়েছি প্রতিদিন; ব্যবধান বিস্তৃত বিরাট।
সে-বহুদূরের পান্থ দিনান্তের ধূসর মায়ায়
প্রসারি' সুদীর্ঘ ছায়া জীবনের চরম লগনে
ঊর্ধ্বাকাশে মেলিয়াছে বাহু এ অন্ধকারের পারে
মুগ্ধনেত্রে হেরি' জ্যোতির্ময়ে। পিছনে ডাকি না তারে,
যুক্তকরে তারি সাথে ঊর্ধ্বপানে মেলি' দুই বাহু
অনন্ত আকাশপটে আঁকিলাম বিমূঢ় প্রণাম॥

শান্তিনিকেতন
বৈশাখ: ১৩৪৮

# আকাশগঙ্গা

## পরিচয়

কী নাম তাহার—
বন্ধু, মোরে শুধায়ো না আর।
জীবনের পূর্বপ্রান্তে উদয়-অচলে
প্রথম প্রকাশ তার, জানি না কাহার মন্ত্রবলে।
প্রভাতের সূর্যসম প্রাণ ভরি দীপ্তি দিল আনি,
আর কোনো পরিচয়, ওগো বন্ধু, আজো নাহি জানি।
হৃদয়ের পুষ্পবনে-বনে
ফুটিল পূজার ফুল সে দিনের সেই শুভক্ষণে।
বর্ণে বর্ণে রূপে রসে চিত্ত মোর নিত্য দিল ভরি,
সে পরম লগ্নটিরে আজিকেও স্তব্ধমনে স্মরি।

এ জীবন ক্ষুদ্র হ'তে পারে,
তবুও কেমনে নিজে তুচ্ছ বলি, মিথ্যা বলি তারে?
এরি তলে ফল্গুসম প্রাণের অমৃতধারা বহে;
কী বেদনা, কী আনন্দ কত ছন্দে এরে ঘিরি রহে;

## আকাশগঙ্গা

জীবনের দিনগুলি মম
কালের মালিকা হ'তে সদ্যচ্যুত পুষ্পরাশি-সম
একে একে ঝ'রে যায়, কোথা নাহি জানি,
মনে তবু এ কথাটি সত্য বলি মানি—
প্রাণের শোণিতে যাহা, প্রেমে যাহা পূর্ণ ক'রে দিনু,
বিপুল বেদনারসে সিক্ত করি নিজ হাতে নিঃশেষে অর্পিনু,
চিরমৃত্যু তার তরে নহে ;
মহান কালের বক্ষে দেখার অতীত রূপে নিত্য হ'য়ে রহে।
ফাল্গুনের ফুলবনে আজিকার প্রাতে
যে পুষ্প পথের প্রান্তে ঝরিয়া মিশিল ধূলিসাথে,
বর্ষ-পরে তারি রসে সঞ্জীবিত হ'য়ে
জীবনের বার্তা আনে নবাঙ্কুর নবপ্রাণ ল'য়ে।
এ নহিলে ব্যর্থ হ'ত সুন্দরের লীলা ;
শুকায়ে মরুভূ হ'ত ধরিত্রীর স্রোত অন্তঃশীলা।

চলেছি জীবনপথে কভু মন্দগতি,
কখনো প্রবল বেগে ছুটে চলি, নাহিক বিরতি।
শারদ প্রভাতে হেরি ধান্যক্ষেত্রে শ্যামলের মায়া,
ঝঞ্ঝাময়ী বর্ষারাতে ঘন মেঘে ঢাকে কালো ছায়া,
কভু ফিরি দূরে দূরান্তরে,
কখনো ঘুরিয়া মরি নগরীর রাজপথ-'পরে ;

## আকাশগঙ্গা

বিচিত্র এ ভুবনের গূঢ় অন্তরালে
আমার প্রাণের দেবী কী আদরে আপনার দীপশিখা জ্বালে।
তাহারি পরশে জাগি নূতন চেতনে,
বিফলে ঘুরিয়া মরা সাঙ্গ হয় সেই শুভক্ষণে।
চিত্তলোকে কী উৎসব চলে,
মহলে মহলে তার শত দীপ মালা হ'য়ে জ্বলে।
কে কবে কী নাম দিল, না শুধানু তা'রে ;
আলোকরূপিণী নারী, তাহারে রাখিনু বাঁধি সঙ্গীতের হারে।
অন্তরের দীপ্ত শিখা একমাত্র পরিচয় যার,
হে বন্ধু, আরতি তারি নিত্য চলে এ বক্ষে আমার॥

## অনামিকা

পুষ্পের মতো সৌরভ বুকে গোপনে দিয়া
দূরে যে রহিল, সেই তো আমার হৃদয়প্রিয়া।
নিখিলের নীল গুণ্ঠনতলে গোপন সুরে
চিত্তহরণ বাঁশরীর সুর নীরবে ঝুরে;
তারি উদ্দেশে জীবনপথের পথিক আমি,
পলকবিহীন জাগিনু দীর্ঘ দিবসযামী।
শ্রাবণনিশীথে অভিসার, সে তো তাহারি আশে,
তারে স্মরি' জলে নয়নের মোর দু'কূল ভাসে।
কাছে আসি' দূরে দূরে স'রে যাওয়া মধুর অতি,
চপলার মতো চঞ্চল চল-চপল গতি।

অমরাবাসিনী কায়াহীন নারী, তাহারি তরে
চিত্ত আকুল, পরাণ কী রসরভসে ভরে!
ফাল্গুনে ফুলবনে-বনে যবে কুসুম জাগে,
লাজুক পিকের নয়ন রঙীন প্রণয়রাগে,
পূর্ণিমারাতে হৃদয় স্বপনআবেশে দোলে,
সৃষ্টি তখন গোপনে আপন হৃদয় খোলে।
আঁকা দেখি সেথা আমারি প্রিয়ার মোহন ছবি;
সৃজনকর্তা, তাহারি প্রেমে কি তুমিও কবি?

## আকাশগঙ্গা

শতযুগ ধরি' তারি তরে গাঁথ কুসুমমালা,
নিশীথগগনে তারি আরতির প্রদীপ জ্বালা।

ফিরেছি খুঁজিয়া সে অনুপমারে সকল স্থানে,
তাহারি আভাস পেয়েছি সূর্যতারার গানে।
শ্রাবণের ঘন-ধারা-বরিষণ-মুখর রাতে,
নিদাঘের খর দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতাতে,
তাহারি লাগিয়া ভিখারীর মত মরিনু ঘুরি,
দ্বারে দ্বারে ফিরি হেরিনু কতই শূন্যপুরী।
প্রাণহীন পুরী প্রেম দূর হ'তে প্রণাম করি'
বহু যুগ হ'ল আপনি নীরবে গিয়াছে সরি।
অঞ্জলি মোর ভরিল কেহ বা দয়ার দানে,
হিয়া আপনার বুলাল না কেহ তৃষিত প্রাণে।

সুদূর গ্রামের তরুছায়াহীন ধূসর মাঠে,
কভু আঁকাবাঁকা জনহীন ক্ষীণ দীর্ঘ বাটে,
শ্রান্ত পথিক—পরাণ আমার—একেলা চলে
উৎসুক দিঠি প্রসারি' সুনীল গগনতলে।
শীতের তুয়ারে ভীরু কুন্দের মিনতিসম
মিনতি তাহার আপনি ফুটিছে, হে নিরুপম।
মনে তার আশা সে কোন্ পরম গোধূলিখণে
চকিতে অতনু তনু ধরি' দূর শ্যামল বনে

## আকাশগঙ্গা

দেখা দিবে তারে বিকশিত বনবীথিকাতলে,
ক্লান্ত তৃষিত দু'নয়ন ভরি তুলিবে জলে।

দিবাঅবসানে রক্তিম রাগে অস্তরবি
সুদূর গগনে আঁকে বিদায়ের বিষাদছবি ;
ম্লান হ'য়ে আসে দূর দিগন্তে বনের রেখা
তারার আখরে সুরু হয় ধীরে কী লিপি লেখা।
সে শুভ লগনে ইঙ্গিতে মোরে গোপনে ডাকি'
চিত্তেরে মোর, চিতচোর, অঞ্চলেতে ঢাকি'
পরাণ ভরিয়া বিতর তোমার প্রসাদকণা,
ধীরে ধীরে খোলো, খোলো গো হৃদয়, হে উন্মনা
হৃদয় আমার বুঝিবে তোমার নীরব ভাষা,
পলকে পূর্ণ হবে জীবনের সকল আশা ॥

## প্রাণপ্রদীপ

নামিল সন্ধ্যা ; সূর্য চলেছে অস্তাচলে,
শেষ রশ্মিটি রচে মায়াজাল জলে স্থলে।
সারাদিবসের নীড়হারা পাখী ব্যাকুল টানে
কুলায় খুঁজিয়া ফিরিছে ক্লান্ত কাতর প্রাণে।
মন্থর বায়ে দূর বন হতে বনান্তরে
দীর্ঘ নিশাসে জাগে কোন্ ভাষা কাহার তরে ?
ধূসর গগনে সন্ধ্যাতারকা একেলা জাগে—
ক্ষীণ শিখাটুকু কোন্ বধূ জ্বালে কী অনুরাগে ;
প্রিয়পথ চাহি' জাগিয়া অমরলোকের দ্বারে,—
ছায়াম্লান তার আনত আনন, চিনি কি তারে ?
সে ভীরু আলোর করুণ আভাস বক্ষে লাগে,
পরাণ আমার, সেও ভীরু বড়, একেলা জাগে।

সেদিনও এমনি সন্ধ্যা নেমেছে ধরার 'পরে,
ছিনু বসি মোর দীপালোকহীন আঁধার ঘরে।
প্রাণের মহলে দুয়ার রুদ্ধ, নাহিক আলা,
অন্তরতলে পরমঅসহ দহনজ্বালা।
ঝিল্লি-ঝাঁঝর-শব্দ-মুখর কাননতলে
মাণিক-সমান হাজার জোনাকি নিভে ও জ্বলে।

## আকাশগঙ্গা

তাহারি আলোকে চিনি' ল'য়ে পথ, মোর অঙ্গনে
নীরবে আসিয়া দাঁড়ালে গোপনে আপন-মনে।
প্রভাত-কিরণ-পরশ-চকিত কমলসম
শত দল তার বিথারি জাগিল চিত্ত মম।
দুটি করে ধরি নিয়েছ নিমেষে বাহির করি'
বিপুল ভুবনে, মন্ত্রে তোমার, হে অপ্সরী!
ক্লান্ত পরাণ সযতনে ঢাকি' নীলাঞ্চলে
বসিলে মৌন, বিরাট সন্ধ্যাগগনতলে।
ভাষা যত ছিল স্তব্ধ রহিল দোঁহার বুকে;
ভাবনাপীড়িত অবনত শির নিবিড় সুখে
ধরিলে আমার বক্ষে চাপিয়া কত আদরে;
স্পন্দন তার আঁখি মুদি' গণি পুলকভরে।

আঁধারে বসিয়া ধরণী কী মহামন্ত্র জপে,
স্তব্ধ বনানী নীরবে নিরত কঠোর তপে।
মাথার উপরে হোথায় লক্ষ প্রদীপ জ্বালা,
কোথাও দীর্ঘ নিশাস, কোথাও সুখের পালা!
নিতল দীঘির শীতল বক্ষে তারার ছায়া
ঊর্মির তালে দুলিয়া রচিছে মোহন মায়া।
দূরে অশথের চিকন পাতার চপলতাতে
সোনালী আলোর ক্ষীণ ধারা যেন নৃত্যে মাতে;

# আকাশগঙ্গা

কোন্ মায়াবিনী যাছুবলে রচে স্বপনপুরী,
পথ সে দেশের কোন্ দিক পানে গিয়াছে ঘুরি।
এপারে উদার শ্যাম প্রান্তর আঁধারে ঢাকা,
আকাশের গায়ে ছুটি তালতরু রয়েছে আঁকা।
কত জনমের পরিচয়, কত নিবিড় স্নেহ
দোঁহারে বাঁধিয়া রেখেছে নিকটে জানে কি কেহ ?
মূলে মূলে বাঁধা কঠোর গ্রন্থি মাটির তলে,
বাহিরে বাতাসে পাতা নাড়ি' প্রেমপ্রলাপ বলে।

মোরা ছুটি প্রাণী, মোরাও বসেছি নিকটে ঘেঁসে ;
ভাবনা দোঁহার পাখা মেলি চলে নিরুদ্দেশে।
কত অপরূপ, কত বিচিত্র, হিসাব নাহি
মনের গহনে কুসুম ফোটাই সুদূরে চাহি'।
কভু হতবাক্ অনিমেষ আঁখি মেলিয়া দেখি
স্বরগের শোভা ঢাকিয়া রেখেছে দেবতা, একি,
পল্লবঘন সুনিবিড় তব নয়নপাতে ;
অ-ধর আজি কি ধরা দিল ছুটি ক্ষুদ্র হাতে !

আজিও আঁধার নামে ধীরে ধীরে মাঠের 'পরে,
পবনে ব্যাকুল হাহাকার জাগে কাহার তরে।

## আকাশগঙ্গা

শ্রান্ত ধরার বক্ষে শীতল শিশির গলে ;
আসিনু বাহিরে অবারিত নীল আকাশতলে ।
শবদবিহীন স্তব্ধতা মাঝে দাঁড়ায়ে একা,
সুদূরে নিকটে কোথাও কাহারো নাহিক দেখা ।
ক্লান্ত মনের সান্ত্বনা কোথা, কোথায় তুমি ?
ধূসর উষর তপ্ত-হিয়ার কাননভূমি ।
কাতর নয়ন তুলিয়া ধরেছি ঊর্ধ্বপানে,
তারকাআলোকে তব দীপশিখা জ্বালাও প্রাণে ।
গগনে পবনে তোমার স্নেহের পরশখানি
পরম যতনে যাও গো বুলায়ে আজিকে, রানী ।
মোর জীবনের ক্ষীণ দীপ জ্বলে কত না ভয়ে,
তোমার প্রেমের অঞ্চলে ঢাকি' চল গো ল'য়ে ।
থর থর থর কাঁপিছে সদাই, নিবিল বুঝি,
আঁধারে আলোকে সদা মরি তাই তোমারে খুঁজি'

## শেষ আরতি

প্রদীপ হয়েছে জ্বালা ; —
বুঝেছি এবার এসেছে আমার শেষ আরতির পালা।
দূরে দূরে যত শিমুল-পলাশ-পারুল-শালের বনে
অঞ্জলি ভরি' রাশি-রাশি ফুল ঝরাল কে আনমনে।
ফাগুন-শেষের বিরহবিধুর মধুপূর্ণিমা রাতি,
বকুলের শাখে পাপিয়া কাঁদিছে খুঁজিয়া আপন সাথী।
জ্যোৎস্নানিশীথে একা বসে গাঁথি ঝরাকুসুমের মালা
জানি এ-মধুর মাধবীলগনে হ'ল বিদায়ের পালা।
চরণের তালে ফুল ফোটে যার কী কুসুম দিব তারে,
তবু, ওগো রানী, বাঁধিনু তোমায় ঝরা পুষ্পের হারে।
জীর্ণকেশর যে ফুলের সাথী হয়েছে পথের ধূলি
গোপনে যতনে অঞ্জলি ভরি' নিলেম তাদের তুলি ;
মালা হ'য়ে যবে দুলিবে তাহারা বক্ষে তোমার, জানি,
ম্লান সৌরভে কহিবে নীরবে মোর মর্মের বাণী।
ক্ষণকাল-তরে দৃষ্টি তোমার রেখো মোর দু'নয়নে,
পূর্ণিমা-নিশা সার্থক হবে ফাল্গুন-ফুলবনে।

আজো মনে পড়ে সেদিনের ভোর তরুবীথিকার ছায়ে,
ললাটের 'পরে কুন্তল তব চঞ্চল মৃদুবায়ে ;

## আকাশগঙ্গা

সচকিত দুটি ভীরু নয়নের চেয়ে দেখা ফিরে ফিরে,
জাগিয়া রয়েছে আজো অমলিন মোর স্মরণের তীরে।
ধরণীর দ্বারে অতিথি তখন কী ঋতু নাহিক মনে,
প্রথম জাগিল ফাল্গুন মম হৃদয়ের ফুলবনে।
তারপরে গেছে কত না সন্ধ্যা গোপন কথার মতো,
রঙীন প্রভাত, নিশীথ নিবিড়, গোধূলিলগন কত।
শরৎ গিয়েছে শেফালির বনে আপনার লিপি রেখে,
বরষা রেখেছে কেতকীর বুকে গোপন বাণীটি ঢেকে।
আরো কত ঋতু ধরণীর বুকে আনমনে গেল খেলি,
দেখেছি দুজনে বসি' কাছাকাছি তৃষিত নয়ন মেলি'।
শত কল্পনা কুসুম-সমান বক্ষে উঠেছে ফুটি,
আজি রজনীতে সকলি তাহার নীরবে পড়িল টুটি॥

## প্রত্যূষ

একটি নিমেষ এল রজনীর অন্ধ-অবসানে
প্রত্যূষের প্রথম আভায়,
গাঢ় তমিস্রার স্রোতে শুচিশুভ্র ক্ষুদ্র শেফালিকা
কে বালিকা আদরে ভাসায়।
প্রশান্ত গগনপ্রান্তে এ নিমেষ নীরব গৌরবে
এল জানি মোরি মুখ চেয়ে,
অঞ্জলি বাড়ায়ে দিনু, গ্রহণ করিনু সযতনে,
তৃপ্ত তনুমন স্পর্শ পেয়ে।
রক্তধারে তারে তারে বাজিল মধুর রিনি রিনি,
রোমে রোমে মৃদু শিহরণ ;
ভয় ভক্তি ভালবাসা, গোপন আকাঙ্ক্ষা আশা যত
বিমুক্ত, প্রশান্ত এ লগন।

একাকী জাগিয়া আছি উষার উদার এ লগনে
চেয়ে দূর পূরব গগনে ;

## আকাশগঙ্গা

প্রভাতের প্রিয়া যেন হিয়া মোর আঁখি-বাতায়নে
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাল গণে।
শুনিতেছি সবে-জাগা পাখীর প্রথম কলগান
অস্ফুট-জড়িত-সুর-মাখা,
ঈষৎ শিশিরসিক্ত স্নিগ্ধ বায়ু চোখে মুখে বুলে
কুহেলিকোমল লঘুপাখা।
দেহ লঘুতর মোর বাতাসে কর্পূরসম ভাসে—
মুক্তবাধা প্রাণপ্রস্রবণী,
হৃদয়স্পন্দন-ছন্দ প্রভাতী তারার স্পন্দনেতে
শোনে মাত্র মৃদু প্রতিধ্বনি।
অনিমেষ এ-নিমেষ গতি নাই, নাই চঞ্চলতা,
ভারমুক্ত মুগ্ধ অবসর,
জলে স্থলে ধরণীর সুবাসিত নব জাগরণে
পূজাধূপ দহে নিরন্তর।
এ লগনে প্রেম সে তো অন্তরের দেবতার পূজা,
দেহ শুধু প্রদীপআধার,
সুবর্ণবর্ণের শিখা পূজারীর স্পর্শ অপেক্ষিয়া
ঊর্ধ্বমুখী জ্বলে অনিবার।

তুমি কি এসেছ পাশে, আভাসে দিয়াছ পরিচয়
প্রিয়া মোর কম্পিত দ্বিধায়—

কোমল কুন্তলস্পর্শে, বিস্মৃত-স্বপ্নের-মোহ-মাখা
ম্লানমুখী রজনীগন্ধায় ?
তোমারে পড়ে না মনে ; নির্নিমেষ এ-নয়ন ছুটি
ছুটিয়াছে আলোর সন্ধানে ;
ঊষার উদয়পথে উৎসুক হৃদয় তীর্থচারী,
উদাসী সে দূর ঊর্ধ্বপানে ॥

## বসন্তপঞ্চমী

সঙ্কোচমন্থর নবফাল্গুনের বায়
প্রথম প্রেমের মৃদু গুঞ্জরের মতো
সঞ্চরি ফিরিছে ধীরে আজি অবিরত ;
জানে না কেমনে মুক্তি দিবে আপনায়
কবোষ্ণ নিশ্বাস তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
শিহরণ তুলি' কিশলয়ভার-নত
দূর বনবীথিদেহে ; বাণী তার যত
মরে দহি কিংশুকের কুসুমশিখায়।
দীর্ঘ-নিদ্রাঅবসানে ধরণীর বুকে
নয়ন মাজিয়া জাগে নিখিলশোভিকা ;
স্ফুটনউন্মুখ ফুলকলিকার মুখে
তারি অনুরাগরক্ত চুম্বনের লিখা।
কুসুমকাননপথে আনমনে ভ্রমি'
উতলা হয়েছে আজি বসন্তপঞ্চমী ॥

## নবযৌবনা

কোমল অধরে তব স্পর্শ কামনার
কমনীয়, নয়নের নীলাভ অঞ্জনে
বেদনাআভাস মাখা, নবীন যৌবনে
সহসা স্তম্ভিত যেন জাগর জোয়ার ;
সঘন নিশ্বাসে ভাসে বসন্তসখার
সুরভিত ভস্মরেণু অদৃশ্য-গোপনে।
ভিতর বাহির ভরি' তোমার ভুবনে
নিয়ত নিগূঢ় কোন্ ভাবনাসঞ্চার !
মনের মধূকবনে বঁধুয়ার তরে
মুকুতার মালা গাঁথা অসমাপ্ত পড়ি'
ক্ষুব্ধ অভিমানভরে ; পত্র-মরমরে
সলাজ হৃদয় আজ ওঠে নাকো নড়ি
যৌবনউদ্বেল তব জীবনে সুন্দরী
বেদনামধুর একী শোভা মরি মরি ॥

## ভাষাহারা

'ভালবাসি, ভালবাসি'—
দূরে যেতে কাছে আসি'
নিরালায় ব'লে চ'লে যাই।
আসা-যাওয়া শুধু সার,
বলা কি হবে না আর ?
প্রকাশের ভাষা কোথা পাই !
দিনের আকাশে মোর
জাগরণ সুকঠোর,
স্বপনতারকা রূপহারা,
রয়েছে তবুও নাই,
হৃদয়ের ভাষা তাই
দ্বারে দ্বারে মাথা কুটে সারা।
দিবসের অবসান,—
লক্ষ তারার গান
রাত্রির পুলকিত ভাষা ;
এ হৃদয় উন্মুখ,
সে ভাষার কণাটুক
পেলে পুরে জীবনের আশা ॥

## রাগসন্ধ্যা

ঘন লাল রঙে মগন সন্ধ্যাগগন,
অনুরাগবাণী বলার এই তো লগন।
হাতে কোন্ কাজ ?—
রাখ তুলে আজ ;
কাজ নেই নব সাজে।
হের বিবশ সন্ধ্যাগগন সূর্যচুম্বনে রাঙা লাজে।

সন্ধ্যাপ্রদীপ, সন্ধ্যাতারকা—দুজন
মনে মনে করে কোন্ প্রিয়তমে পূজন ?
দূরে কেন, প্রিয়া,
হাতে হাত দিয়া
এস বসি কাছে ঘেঁসে।
ওগো এখনো উদার গগনে হাজার তারকা ওঠেনি ভেসে।

আঁধারে ধরণী উদাসী নয়নে তাকায়,
বাতাসের ভীরু পরানে কাঁপন জাগায়।
তোমার মনের
প্রতিবিম্বের
ছবি সেই ধরণীর ;
হেথা আকাশের রাঙা শোণিতে আমার প্রতি শিরা ধমনীর।

## আকাশগঙ্গা

তোমারে ভুলেছি ভিড়েতে হাজার কাজের ;
দিবাঅবসানে শুভ অবসর সাঁঝের।
যেন এইবারে
ভুলি আপনারে
একেবারে নিঃশেষে ;
সেই বিস্মরণের বুকে তুমি জাগো চিরস্মরণের বেশে।

অন্তর তব এখনো ভাবনামগন ?
গগনে জেগেছে দুঃসাহসের লগন।
ঘন নিশ্বাসে
মাটির সুবাসে
ভাসে ধরণীর ভাষা ;
তার দিবসের দূর আকাশেরে সাঁঝে কাছে লভিবার আশা।

দূরে কেন, সখী ?—এক হ'য়ে মিশে যাবার
অবসর কবে হবে এ-জীবনে আবার ?
দুটি হৃদয়ের
বাসনা তো ঢের
বাসি হ'ল পলে পলে ;
সখী, আজি সন্ধ্যার কামনাটুকুরে ঘিরে রাখ অঞ্চলে।

# আকাশগঙ্গা

হের দূরে গাছ কঙ্কালসার আকার,
ক্ষুধাতুর ক্রূর কালো কালো তারি শাখার
আঙুলের চাপে
থেকে থেকে কাঁপে
আকাশের রাঙা হিয়া ;—
হের অঞ্জলি ভরি' দুঃসাহসী কে আগুন ধরেছে, প্রিয়া !

সূর্য-গলানো গাঢ় লালে লাল গগন ;
অনুরাগবাণী বলার এই তো লগন।
স্তব্ধ ধরণী
উঠিবে এখনি
লক্ষ আলোকে জেগে ;
সখী, পরাণের লাল পলকে মিলাবে রাত্রির কালো লেগে

## শীতসন্ধ্যা

শীতের কুহেলিঘন সন্ধ্যায়
স্বপনের অনুভবে লভি' তায়
আবেশ নামিল চোখে ;
এই দেহনির্মোকে
ফেলে রেখে ভেসে যেতে মন চায়।

অশ্রুর অশ্রুত ভাষাতে
বুক বাঁধা সুখহীন আশাতে ;
কিছুতেই বুঝি না যে—
সহসা শীতের সাঁঝে
সে-বাঁধ মিলায় কেন হাওয়াতে।

চকিতে চমকি' ভাবি,—'তাই কি !
বারে বারে পথ ভুলে যাই কি ?
বেদনার বুক চিরি'
যাহারে খুঁজিয়া ফিরি
ত্রিভুবনে কোথাও সে নাই কি ?'

## আকাশগঙ্গা

ঝাপ্‌সা নয়নে দূরে ওঠে চাঁদ,
নেই নব জ্যোৎস্নার মায়াফাঁদ ;
কুন্দকলির হারে
কে আজ সাজাবে তারে—
আদরে ঘোচাবে সব অবসাদ !

হিমেল হাওয়ায় তার কান্না
উছসিত, আর না গো আর না ;
ও-তুই নয়নতলে
বেদনার শোভা ঝলে,
জলে-থলে ফলে শত পান্না।

আমার বেদনা পেল রূপ কি !
অশ্রুর বাষ্পের ধূপ কি
মোর প্রতি নিশ্বাসে
আকাশে বাতাসে ভাসে ;
মুখর ভাষণ তাই চুপ্ কি !

ফাগুনের ফুলদলে ভুলেছি,
এবার ব্যথার ঢেউয়ে দুলেছি ;

# আকাশগঙ্গা

উত্তরী বাতাসের
বানে ওগো দখিনের
দুখ আজ নিঃশেষে ভুলেছি।

পদ্মদীঘির পাড়ে চ'লে যাই ;
জানি জানি, জানি সেথা ফুল নাই।-
মৃণাল মলিনমুখী,
আমি তার দুখে দুখী ;
কামনাকমলে মোর দল নাই।

চঞ্চল-হিল্লোলহারা, হায়,
নিতল দীঘির জল মুরছায় ;
পাংশু পাতার 'পরে
শীতবায়ু সঞ্চরে,
বুকে কাঁপে হিমকণা লজ্জায়।

নীরব নিথর এই লগনে
ভুবন মগন মোহস্বপনে ;
তারি সে আবেশ লুটি'
আজি এ-নয়ন দু'টি
ভোলে পথ চেতনার গহনে॥

## আগুনে পুড়ে লাল

আগুনে পুড়ে লাল যে-দেশে মাটি
ধুধু তেপান্তর মাঠ,
ধূসর ধরণীর হৃদয় ফাটি'
রাখেনি সোজা পথঘাট।

কালির আঁচড়েতে আকাশপটে
তালের ঘন সারি আঁকা,
রুক্ষ ঋজু শোভা মানায় বটে
দুধারে যে-উদার ফাঁকা!

কাজলী মেয়ে দূর হাটের পথে
মাঠের বুকে সুখে চলে,
রঙীন ধুলা উড়ে চায় যে হ'তে
ফাগের গুঁড়া পা'র তলে।

এদের ভালবাসা সহজ সোজা
পলকে ঝলকিয়া ওঠে,
কথার লতাজালে নহেক বোজা—
পুলকে উথলিয়া ছোটে।

## আকাশগঙ্গা

হাসির রাশি জাগে জোয়ারজলে
তেমনি হাসি জাগে প্রাণে,
গোপন হৃদয়ের গভীর তলে
লুকানো ছল নাহি জানে।

এদেশে আজো বনে পলাশ ফোটে-
ফাগুনে আগুনের মেলা,
শালের মঞ্জরী মাটিতে লোটে
অঝোর ধারে সারাবেলা।

দিনের শেষ কাঁপে সুরের রেশে
বেণুর বেদনায় দূরে,
চাঁদিনী রাতি মেতে ওঠে এদেশে
আজিও কামিনীর সুরে।

মহুয়াবনে সবে মাধবীরাতে,
মধুপসম তৃষা বুকে,
চাঁদের সুধা আর সুরার সাথে
যামিনী যাপে ঘনসুখে।

## আকাশগঙ্গা

মাতাল-করা তালে মাদল-বোলে
মাতন তুলি' দেহে মনে
বাহুতে বাহু বাঁধি' বঁধুয়া দোলে,
ভুবন দোলে তার সনে।

বিবশ তনুদেহে বিতথ বেশ—
বিফল তারে টেনে রাখা,
কবরীবন্ধনশিথিল কেশ
জ্যোৎস্নারেণুকণা-মাখা।

নিমীল আঁখি নীল আবেশ লেগে,
কামনা কাঁপে দুই ঠোঁটে,
পুরুষরমণীর প্রাণের বেগে
প্রমোদরাতি পুরে ওঠে।

এদেশে মাটি, প্রিয়া, আগুনরাঙা—
আগুনে খাক্ তৃণতরু,
আগুনজ্বালা প্রেম হৃদয়ভাঙা,
তৃষার দাহে দেহ মরু॥

## সকলি অমিয় ভেল

তোমার সনে
কুসুমবনে
নহে তো মোর দেখা,
হয়নি দেখা
নিরালা অবসরে।
সন্ধ্যাখনে
আপন-মনে
ছিলে না তুমি একা;
অনেক ছিল
পূজারী ঘর ভ'রে।
বিজলীবাতি-
জ্বালানো রাতি
বিলাসে উলসিত,
চাঁদের বাতি
বাহিরে লাজে কাঁদে;
রসনা চল-
চপল কল-
কাকলিমুখরিত,
প্রাণের কথা
কহিতে সেথা বাধে।

## আকাশগঙ্গা

প্রমোদ যেথা
প্রবল, সেথা
কপট ভালবাসা ;
সহজ প্রেম
শুখায়ে মরে ক্ষোভে।
ভুলিনু লাজ
সবার মাঝ,—
ও-রূপ সব-নাশা !—
মাতিনু মোহে
মরণউৎসবে।

সুদুর্দম
তুরঙ্গম
ত্বরিত বেগে ছোটে,
তড়িৎশিখা
শিহরি' কাঁপে ত্রাসে ;
শিরায় শত-
ধারে শোণিত
কেবল মাথা কোটে,
দেবতা নভে
কুটিল হাসি হাসে।

## আকাশগঙ্গা

রশ্মি তার
রহে না আর
মুঠির বাঁধনেতে,
সকল বাধা
শিথিল হ'য়ে যায় ;
কামনা মম
দস্যুসম
দৃপ্ত ওঠে মেতে,
তৃপ্তি তৃষা
কিছুতে নাহি পায় ।
দু'বাহু দিয়া
নিঙাড়ি' নিয়া
ও-তনু দেহখানি
গরল সুধা
শুষিয়া করি পান ;
ওষ্ঠাধরে
নয়ন-'পরে
নাগিনী, নাহি জানি,
লোলুপলেহী
কী করে সন্ধান !

# আকাশগঙ্গা

সহসা, একী !
চাহিয়া দেখি
চপল আঁখিকোণে
ফল্গুস্রোতা
বেদনাধারা বয় ;
পলকহারা
নয়নতারা
নীরব নিবেদনে
নিমেষে দিল
নূতন পরিচয় ।
জানিনি মম
অশুভতম
যৌবনের যাগে
জ্বলিছে যবে
কামনা শতশিখা,
তোমার হবি
সঁপিল সবি
অন্ধ অনুরাগে,—
কী পরিহাস
ললাটে ছিল লিখা !

চকিতে মন-
মুকুরে খন-
ছায়ার সম জাগে
নবীন ছবি
সুচিরপুরাতন—
পুরুষকোলে
রমণী দোলে
অনাদি প্রেমরাগে,
দোলায় জাগে
নিখিল ত্রিভুবন।
সে-মহাদোলে
তুফান তোলে
বধির জলধির
অবধিহীন
অবোধ হৃদিতলে ;
মরমমধু-
পিয়াসী বঁধু
আবেগে অবনীর
বেড়িছে কটি
নিয়ত শতছলে।

সে-দোলে কেহ
ভুলেছে গেহ,
স্বজনপরিজন,
শান্তিসুখ,
মরণমহাভয়।
অশ্রুজলে
মুকুতা ঝলে,
প্রাণের নিবেদন
পলকে সঁপে
সকল সঞ্চয়।

বিলোল সাঁঝে
বিলাস সাজে
তোমার পরকাশ—
রতির অতি-
নিকট সহচরী।
বহুর বাহু-
বাঁধন-রাহু-
গ্রাসের অবকাশ
তবু সে-আঁখি
আলোকে তোলে ভরি

## আকাশগঙ্গা

প্রমোদছলে
প্রলয়জলে
মথন প্রাণপণে—
'রমনী দেহে
রমায়ে লভে কেহ ?'
সঘন শ্বাস,
সকল আশ
বিলোপ যবে মনে
মুছালে নিজে
গরলঅবলেহ ।

প্রমোদমেলা
মিটিল খেলা
সলিলে ছবি আঁকি',
দেহের তারে
বিদেহ তান লাগে !
মরণসম
নিবিড় তম
সকলি দিল ঢাকি,
নিবাত-শিখা
চেতনা শুধু জাগে ॥

## উষা

শয়নশিথানে নয়ন মেলিয়া হেরি—
বাতায়নপথে আঁধার তরুর শিরে
উষার ঈষৎ কনকআভাস ধীরে
উঠিছে ফুটিয়া, প্রভাতের নাহি দেরি।
শিশিরসিক্ত ধরার আনন ঘেরি'
সৃষ্টির শোভা যেন সঞ্চরি ফিরে ;
সুপ্তি তাহার স্বপনলোকের তীরে
সন্ধান আজি পেল কোন্ অরূপেরি।
বামে ফিরি' তব নিমীলিত আঁখিপুটে
আঁকিনু সুধীরে মৃদু চুম্বনখানি,
সে-প্রেমবারতা অমনি পবনে ছুটে
বিহগকণ্ঠে সংগীত দিল আনি ;
পূরবঅচলে সোনার কমল ফুটে'
জাগিল আলোর ধ্যানময় মহাবাণী ॥

## সেদিন

জীবনের শত কর্মের কোলাহলে
জনস্রোতে যবে ভাসিবে তরণীখানি
সুদূরের পথে তোমারে ভুলিব, রানী,—
ভাবিতে সে-কথা এখনো নয়ন গলে।
আবেশউষ্ণ মোর দুই করতলে
প্রসারিত তব স্নেহসুকোমল পাণি
ভরিলাম আজি পরম যতনে আনি'
সারা দিবসের সঞ্চিত ফুলদলে।
কুসুম শুকালে জানি ভুলে যাবে মোরে,
সন্ধ্যায় প্রাতে বলা মোর কথা যত ;
তোমার চপল প্রেমের কনকডোরে
গাঁথা হবে ফুল নিত্যনূতন কত।
হয়তো তখনো দুরাশার মায়াঘোরে
আমি খুঁজিতেছি যেদিন হয়েছে গত ॥

# অন্তর্লীনা

প্রথম যবে নিকটে এলে প্রিয়া
চাহিয়াছিনু আঁখিতে আঁখি দিয়া ;
ভেবেছি মনে—'সে জন এ কি ?
নয়ন নাসা তেমনি দেখি !'
শুধাতে নারি, দ্বিধায় কাঁপে হিয়া,
নীরবে চোখে চাহিনু শুধু প্রিয়া।

সেদিন যবে নিকটে এলে তুমি
সঘন শ্বাসে কাঁপিছে বনভূমি ;—
চকিত ভীরু হরিণীসম
লগন হ'লে দেহেতে মম,
হরিনু ভয় শিরে তোমার চুমি' ;
সঘন শ্বাসে কাঁপিল বনভূমি।

যেদিন এলে অতি নিকটে মোর
নিবিড় বাঁধা বাহুতে বাহুডোর,
অধর ছিল অধরে মিশি
তবুও যেন দিবস নিশি
কিসের ভয়ে দোঁহারি চোখে লোর,-
সে দিন তুমি অতি নিকটে মোর !

## আকাশগঙ্গা

এবার তুমি গিয়াছ বহুদূর
ভাবনা যত তোমাতে পরিপূর ;
তেমনি দ্বিধা তেমনি ভয়ে
তোমারে বুকে চাপিয়া ল'য়ে
কখনো কাঁদি কখনো গাঁথি সুর ;
এবার প্রিয়া গিয়াছ বহুদূর ।

আবার কবে ভুলিব সব ভাষা ;
কাছে পাবার নাহি যে তিল আশা ।
যে-তুমি আছ বুকেতে লীন
সে যেন সেই চিরঅচিন,
আভাসে বুঝি তাহার কাঁদা হাসা ;
কাছে পাবার জীবনে নাহি আশা ॥

## একদা

একদিন এসেছিলে নিকটে আমার,
সেদিন দোঁহায় যেন স্বপন-আবেশে
এক হয়ে মিশেছিনু ; কত কেঁদে হেসে
কেটেছিল কত দিন ; কত বেদনার
রসঘন অনুভূতি, কত যন্ত্রণার
কেমন সহজে ভাগ কত ভালবেসে
নিয়েছিনু দুজনায়।   আজ অবশেষে
দলিত কুসুমমাত্র জাগে স্মৃতি তার।
হেমন্তের হিমে হেথা ভরেছে বাতাস,
ঝরোঝরো শতদলে শিশির শিহরে ;
দিকে দিকে জাগিতেছে বেদনা-আভাস
ধূমল আকাশে আর পত্র-মরমরে।
এই পূর্ণ পরিব্যাপ্ত অবসাদ-মাঝে
জানিনা ফিরিছ তুমি কোথা কোন্ সাজে॥

## কবি-প্রণাম

প্রণাম করিতে এসে একী মোহ, একী হ'ল ভুল !
বৈশাখী প্রভাতে ফোটা রৌদ্রবর্ণ ছুটি চাঁপাফুল
চম্পাবর্ণ চরণের একপ্রান্তে নীরবে রাখিতে
বিমূঢ় বিস্ময়ে হায় কেন দাঁড়ালাম স্তব্ধচিতে !
ঊর্ধ্বপানে অর্ধনেত্র শঙ্কাভরে চকিতে তুলিনু,
কী আবেশে মুহূর্তেকে আপনারে নিঃশেষে ভুলিনু
প্রশস্ত প্রশান্ত তব শুভ্রভালে সূর্যালোক ঢালা,
তারি তলে সুনিবিড় ছ'নয়নে দিব্যদীপ্তি জ্বালা ।
সর্ব ক্ষুদ্র তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে রাজে সুমহান ছবি—
বাণীর মন্দিরে তব ধ্যানমূর্তি, তুমি ঋষিকবি ।

তোমার জন্মের এই সুদীর্ঘ সপ্ততিবর্ষ পরে,
শ্রদ্ধা-কৌতূহলে-মেশা থরথর কম্পিত অন্তরে,
স্মরণ করিনু আজি বৈশাখের প্রদীপ্ত প্রভাতে
সে-পরম লগ্নটিরে এলে যবে বাঁশিখানি হাতে
সুরস্রোতে সিক্ত করি' রসহীন তপ্ত জন্মভূমি ;
খর বৈশাখের রুদ্র তপস্যার পুণ্যফল তুমি ।
সম্পূর্ণ জীবন ভরি' সেই হতে বিচিত্র ভঙ্গীতে
সুন্দরের বন্দনার আয়োজন করেছ সংগীতে ।

# আকাশগঙ্গা

বয়সে তরুণ মোরা, আসিয়াছি বহু পরে তব,
বৎসরের ব্যবধান দীর্ঘ তাই পদধূলি লব।
তবু আজি শুভক্ষণে এ-কথাটি চাহি বলিবারে
এ জীবনে আপনার বন্ধু বলি জেনেছি তোমারে ;
জীর্ণতার আবরণ মুক্ত করি' স্নেহপূর্ণ হাতে
তন্দ্রালস বক্ষ তুমি ভরি দিলে নবীন আশাতে।
যৌবনের মর্মে তুমি ঢালিয়াছ পারিজাতমধু,
শ্রাবণশর্বরী ভরি' স্বপ্নে জাগ অন্তরের বঁধু।
তোমার কল্পনা-মাঝে খুঁজে ফিরি প্রাণের সান্ত্বনা,
তুমি জানো কোন্ মন্ত্রে মুক্তা হয় অশ্রুজলকণা।
বিশ্বের তমসাঘন বেদনারে বাণী দিলে তুমি,
চরণে প্রণতি-সাথে তোমার দক্ষিণকর চুমি॥



৬

## দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি

সঘন মেঘের স্বনে
বিদ্যুতের চমকনে
  সবে সুরু বরষা-বোধন ;
কেতকীকদম্ববনে
হের এ ভরা শ্রাবণে
  উৎসবের পূর্ণআয়োজন।
'নাটের কাণ্ডারী' আজি
তব পথ চেয়ে আছি,
  'সুরের ভাণ্ডারী' ধরো সুর ;
আশা ও উদ্বেগ প্রাণে
ধৈর্য আর নাহি মানে,
  দেহ মন রসতৃষাতুর।

অঝোর বাদল-ধারে
বনানীর বীণা-তারে
  মল্লার হবে না মর্মরিত ?
গোপন মর্মের তলে
বেদনার ধারাজলে
  কোন্ সুর আজি উচ্ছ্বসিত।

## আকাশগঙ্গা

নাটমঞ্চে ধরণীর
তুলি' পাট, হে অধীর,
 নটেশের আপন অঙ্গনে,
উদার অক্ষয় যেথা
জীবন-উৎসব, সেথা
 আহ্বান কি পেলে সংগোপনে?

শারদ উৎসবে যবে
ছুটির বাঁশরী-রবে
 ঘরে মন বাঁধন না মানে,
কিশোর প্রাণের সাথে
যে-প্রবীণ গানে মাতে
 যাদু যার বনপথে টানে,—
এবার ধানের খেতে
শ্যামল অঞ্চল পেতে
 কাশের রাশিতে হাসি আঁকি'
অনুনয় জাগে যবে,
'সে কোথায়?'—মোরা সবে,
 কী ভাষায় তারে দিব ফাঁকি?

## আকাশগঙ্গা

জ্যোৎস্নারজনীর মায়া
কণ্ঠে তব ধরি' কায়া
ক্লান্তিহীন রসের প্লাবনে
পূর্ণিমার পাত্র ভরি'
সহস্র ধারায় ঝরি'
তৃপ্ত করে তুচ্ছ অকিঞ্চনে ;
বাসন্তী পূর্ণিমারাতে
শিহরিত মধুবাতে
এবার নিশ্বাস শুধু ফেলা ;
সে কোন্ নূতন দেশে
বুঝি নব পরিবেশে
হ'ল শুরু উৎসবের মেলা !
ফাল্গুনের শালবীথি
মঞ্জরিত হয়ে নিতি
ধুলায় পাতিবে পুষ্পাসন ;
পলাশঅশোকশাখে
অনুরাগরক্তরাগে
জাগিবে পুঞ্জিত সম্ভাষণ ;—
সে-আনন্দে নিখিলের,
সেই নবফাল্গুনের
ললাটে কুঙ্কুম দিতে আঁকি ;

## আকাশগঙ্গা

হে চির-আনন্দময়,
তোমারে না হ'লে নয়,
ভোলো নিদ্রা, খোলো খোলো আঁখি।
সুরের ভাণ্ডার খুলি'
কোন্ পথে গেলে ভুলি,
কে ভোলা এমন দিল ডাক!
কাহারে সঁপিতে প্রাণ
কণ্ঠে নিলে শেষ গান,
সে কি সুন্দরের অনুরাগ?

হে সুরেন্দ্র, গেছ চ'লে
জানি সুরসভাতলে,—
নন্দনের আনন্দভবনে;
প্রাণের ভ্রমর বুঝি
এতদিনে পেল খুঁজি'
চিরমধু বাণীপদ্মবনে॥

## গুরুপ্রণাম

প্রভাতরবির পুণ্য আলোর শ্বেতচন্দন মাখিয়া ভালে
মঙ্গলাশিস বহিয়া গোপনে প্রাণের গভীর অন্তরালে
সমাগত শুভবৈশাখ, আজি অতিথি সে তব হৃদয়কূলে ;
দহনক্লান্ত ধরণী তাহারে বরণ করিছে চম্পাফুলে।

আজি শত কথা কুসুমসমান ফুটিবারে চাহে হৃদয়বনে
তোমার পুষ্পবোধনমন্ত্র সঞ্চার করো মৌন মনে।
বাণী নাহি যার অন্তর তার খুলিবে আজি সে কেমন ক'রে ;
হৃদয় আমার ভাষা আপনার তোমারি দুয়ারে খুঁজিয়া মরে।

কবিগুরু তব কাব্যের পূজাউৎসব চলে সকল দেশে ;
সপ্তসাগর নৃত্যের তালে দুলেছে তোমার সুরের রেশে।
স্বপ্নলোকের বার্তা বহিয়া যে-কবি রয়েছে বক্ষে জাগি'
বিশ্বনিখিল করিছে রচন পূজার অর্ঘ্য তাহার লাগি।

তুমি ঋষি, চিরসত্যদ্রষ্টা, দেবতার বাণী মানবে কহ,
পুণ্য জীবন ভরিয়া অমরলোকের অমিয় ধরায় বহ ;
তপোবনতরুছায়ার নিবিড়ে তোমার ধ্যানের মুরতি রাজে,
বিশ্বহিয়ার বিপুল বেদনা প্রাণের গভীরে নীরবে বাজে।

## আকাশগঙ্গা

তব জীবনের সাধনার পথে মোদের করেছ নিত্যসাথী ;
পরান মোদের তোমার পরানে অলখসূত্রে লয়েছ গাঁথি ।
মোদের জীবনে জীবন তোমার খুঁজিছে আপন সার্থকতা ;
সুগভীর তব বাণী-সে অমোঘ, নহে নিষ্ফল কথার কথা ।

শালবীথিতলে আলোকছায়ায় আলিপনা আজো হতেছে আঁকা,
আম্রবনের নিবিড় মায়ায় পুরাতন স্নেহ রয়েছে ঢাকা ;
বায়ুহিল্লোলে তরুপল্লবে কলালাপ আজো তেমনি চলে,
আজিও বিরাজে পরমা শান্তি সপ্তপর্ণীতরুর তলে ।

ধূসর মাঠের বক্ষ চিরিয়া রাঙা পথখানি গিয়াছে ঘুরে ;—
সকলে মিলিয়া বলে বার বার তোমরা কেহই নহগো দূরে ।
তোমার স্নেহের পরশমণির পরশ পরানে পেয়েছে যারা
জীবন তাদের বাঁধা যে হেথায়, দূরে যাবে চ'লে কেমনে তারা ।

আজিকার দিন বক্ষে তোমার চিরনূতনের বারতা আনে ;
নবজীবনের অমৃত ছড়ালো অরুণআলোক তোমার প্রাণে ।
আঁকিলেন শুভকামনার টীকা ললাটে প্রাণের দেবতা তব ;—
চলে বৈশাখী তপ্ত পবনে জীবনের অভিষেকোৎসব ॥

## চৈত্রশ্রী

অশথশাখে নতুন কচি পাতায়
রূপালী রোদ আল্‌তো পায়ে নামে ;
খামখেয়ালী বাতাস খালি মাতায়
খুশির তালে সবুজ আমে জামে।

আকাশ আছে হয়তো ফটিক-শাদা—
ঠিক্‌রে পড়ে দিক্‌বিদিকে আলো,
হঠাৎ কখন লাগিয়ে ধুলোকাদা
দুষ্টু ছেলে মুখ করেছে কালো।

পাখির সুরে পাগলামি আজ ভরা ;
কাকের গলা তাও কী নতুন লাগে।
চম্‌কে শুনি, যায় না মোটে ধরা,
শিস্‌ জেগেছে চড়ুই-টুনির ডাকে।

দেবদারুবন হাল্কা হাসি জানে
বললে পরে করবে কি বিশ্বাস ?
রেশমী পাতার ওড়না সে-ও টানে ;
গন্ধে ভরা আজ তারো নিশ্বাস।

## আকাশগঙ্গা

তেঁতুলতলে টিনের চালাঘরে,—
এমন মায়া স্বপ্নে ভেবেছি কি !
পেঁজা তুলোর মতন আলো ঝরে,
দেয়াল-দাওয়া আলোয় ঝিকিমিকি ।

দস্যি যত ছেলের পালে জুটে'
দীঘির জলে ওই মেতেছে গিয়ে ;
একলা বধূ ত্রস্তে ঘাটে উঠে'
ঘট ভ'রে নেয় তরল আলো দিয়ে ।

কাঁচা আলোয় আল্‌গা মেলে পাখা
চিল ওড়ে দূর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ;
নীল আকাশে শ্যামল আভা মাখা,—
সাগরজলে জলছবি কে আঁকে ।

ঋতুর হারে হারিয়েছে খেই যেন,
খেয়াল কিছুর নেইকো ক'দিন আর ;
বকের-পাখা-হাল্কা শরৎ কেন
চৈত্রশেষে আভাস দিল তার ॥

## ভাড়াটিয়া গাড়ি

ছোটে ভাড়াগাড়ি— কর্মের ভাঙা রথ,
ধূলিজালে আঁখি আঁধা !
শহরতলীর চির-চেনা রাজপথ
কালনাগপাশে বাঁধা।

খোঁড়া ঘোড়া ছোটে টগবগে ভাঙা তালে,
চাকার ঘড়্‌ঘড়ানি ;
নড়বড়ে হাড়ে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর ঢালে
রুক্ষ দিনের গ্লানি।

স্ফীত বর্জিত আবর্জনার স্তূপ,—
চলে একান্ন ভোজ।
ক্ষুধাজর্জর হিংস্র চকিত রূপ,
প্রাণকণা করে খোঁজ।

পাঁজরের ফাঁকে বিষনিশ্বাস জমা
আক্ষেপে চেপে রাখে ;
সর্পিল কালো বিষাক্ত নর্দমা
ফুঁসে ওঠে পাকে পাকে।

## আকাশগঙ্গা

খাঁ খাঁ রোদ্দুর, উপজীব্যের তাড়া,
ভাড়াটিয়া গাড়ি ছোটে।
জীর্ণ পথের রূঢ় হাড়ে তারি সাড়া,
তবু তাড়া নেই মোটে।

নর্দমা-ঘেরা জীবনের ভাঙা পথ—
চির-নাগপাশে বাঁধা ;
বিষনিশ্বাস, কর্মপঙ্গু রথ,
মর্মের আঁখি আঁধা ॥

## অবসর

শ্রাবণশেষের দুপুরের মায়া—
আধো রোদ আর আধো মেঘছায়া
ঢেলেছে আবেশ সকল অঙ্গে মনে ;

কর্মের বেগে নহে চঞ্চল,
ভরা অবসরে করে টলমল
কালের পেয়ালা আজি এই স্থলগনে।

কাননে সুপারি-নারিকেলবনে
অলস বাতাস কাঁপে খনে খনে,
ঘুমন্ত রোদ সহসা শিহরি ওঠে ;

চামর-দোলানো শ্যামল পাতায়
আলাপ প্রলাপ এলোমেলো ধায়,
নিমেষে আবার ভাষা মোটে নাহি জোটে।

## আকাশগঙ্গা

নিতল দীঘির স্থির নীল জলে
গাঢ় নয়নের বেদনা উছলে,
কানায় কানায় অশ্রুর কানাকানি ;

প্রতিবেশীদের পোষা হাঁস দুটি
সেথা আনমনে ডানা খুঁটি' খুঁটি'
দু'চোখে নিমীল নিদ্রা এনেছে টানি

দূরে কোথা কোন্ ছোট কারখানা,
লোহা পেটে কুলি, তারি একটানা
ক্লান্ত আঘাত শান্তি মোটে না জানে ;

ভাঙা-গলা কাক চিলের চিকন
কণ্ঠের স্বরে মিলি' অনুখন
বিধুর বাতাসে ঘন অবসাদ হানে ।

দুপুরের এই স্তব্ধ ধূ-ধূ'র
বুকে কাঁপে সুর কাতর ঘুঘুর
পুকুরপাড়ের ঘন বেণুবনছায়ে ;

তারি পাশে বাঁকা অশথের শাখে,
পোড়ো বাড়িটার ফাটলের ফাঁকে,
ছুপুরের রোদ নেমেছে ক্লান্ত পায়ে।

ছায়াআলোকের এই রূপা সোনা,
এরি সরু ডোরে মায়াজাল বোনা—
মধ্যদিনের মায়ামরীচিকা-খেলা ;

নাহি আলাপন মুখর ভাষণ,
একা উদাসীন মন উন্মন,
আলসবিলাসে কাটাই বিজন বেলা ॥

# বৃষ্টির গান

আমেরিকান নিগ্রোকবি জোসেফ্ এস্. কটার, জুনিয়ার।
১৮৯৫-১৯১৯ খৃষ্টাব্দ।

এই পৃথিবী মাটির মাদল এযে
বৃষ্টিধারার আঘাত ধরে বুকে ;
ছন্দে বাজে— অস্ফুট মর্মরে,
প্রবল কভু প্রচণ্ড কৌতুকে।

সূক্ষ্ম, সরল রূপার কাঠির ঘায়ে
সৃষ্টিপ্রাচীন মাদল পেল ভাষা ;
উষ্ণ-নিশাসস্পন্দে জাগে বুকে
নৃত্যচপল নূতন প্রাণের আশা।

ঘুমভাঙা তান ঘুমন্ত পৃথ্বীর,
বাসন্তিকার স্বপ্নসবুজ সুর ;
অঙ্গে মনে তীব্রশিহর তারি,
পুলকে তার জগৎ পরিপুর।

তরল, সরল রূপার কাঠির ঘায়ে
অন্ধতালে একটানা তান বাজে—
সৃষ্টিপারের ডাকছে বাজিকর
প্রাণের শোভায় ধরিত্রী তাই সাজে

## শৃঙ্খল

ইতালীয় শিল্পী মাইকল্ অ্যান্জিলোর সনেটগুচ্ছের একটি
১৪৭৪-১৫৬৪

অসহ্য কামনা কভু লাঘব করিতে চাহিব না
আরো অশ্রু, দিয়ে আরো বাষ্পময়ী বাণী বেদনার,
সুদূরে নিকটে কোথা চিহ্ন নাহি স্বর্গসান্ত্বনার,
আত্মারে অনলে ঘেরি' প্রেম শুধু হানিছে যন্ত্রণা।
ব্যথাতুর হিয়া, তোর এ কী নিত্য মৃত্যুর প্রার্থনা।
মৃত্যু, অনিবার্য্য সে তো! এ জীবনে বরং আমার
মরণ মধুর অতি,—দংশন ক্ষণিকমাত্র তার,
নির্বাপিত উৎসবান্তে অনির্বাণ অনন্ত বেদনা।

প্রতিরোধ ব্যর্থ জানি। ব্যথা তাই বহি দ্বারে দ্বারে,
হৃদয় করিয়া জয় বক্ষে মোর কে লবে আসন
সুখে দুখে অবিরাম মালা গাঁথি' হাসিঅশ্রুধারে?
শৃঙ্খলবন্ধন বিনা এ সংসারে প্রেম দুঃস্বপন,
নিষ্ফল বিস্ময়ে তাই সর্বরিক্ত নিঃসঙ্গ আঁধারে
আমি সে বীরের বন্দী, শৃঙ্খলিত যুগল চরণ॥

## আগমন

ইংরাজ কবি হার্বার্ট ট্রেঞ্চ।
১৮৬৫-১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

গোলাপকাননে দুপুর-রৌদ্র
সে তখন নাহি আসে,
প্রখর আলোকে উজল যখন বেলা ;
সে আসে না কভু অন্তরতলে
শান্তির নিশ্বাসে
সাঙ্গ না হ'লে সব কাজ সব খেলা।

গিরিশিরে যবে আঁধার ঘনায়,
কলরোল গম্ভীর
ভেসে আসে যবে সুদূর সাগর হ'তে,
তারার আলোকে, প্রদীপশিখায়,—
গতি তার অতি ধীর,
সে আসে গোপনে স্বপন-আলোকপথে ॥

# সূচী